দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 11 JUN 1989 ...
পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম ... 1 ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

023

বিজ্ঞানী শাহ্ ফজলুর রহমান

শাহ্ আজহার আলী

[পূর্ব প্রকাশের পর]

১৯৪৮ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের বেসামরিক বিমান চলাচল বিভাগের সিনিয়র কম্যুনিকেশন অফিসার হিসেবে যোগদান করেন।

১৯৫১ সালে তিনি আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা বিভাগে যোগদান করেন। ১৯৬৪ সালে তাঁরই একান্ত প্রচেষ্টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিক্স বিভাগ নামে একটি নতুন বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনি উক্ত বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ১৯৬৭ সালে তিনি ঢাকা হলের (বর্তমান শহীদুল্লাহ হল) প্রভোস্ট নিযুক্ত হন। তিনি কিছুকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থায়ী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক হিসাবেও কাজ করেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল ও এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যও নির্বাচিত হন।

তিনি পাকিস্তান আমল থেকে বিভিন্ন সময়ে গঠিত শিক্ষা কমিশনের সদস্য ছিলেন। তিনি আমেরিকার ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স-এর সদস্য ফেলো, বিলাতের ইনট্রাপ্লানেটারী সোসাইটির সদস্য ও বাংলা একাডেমীর কার্যকরী পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি পাকিস্তান বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানজীবী সমিতির পূর্বাঞ্চল শাখার সভাপতিও নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি বহু শিক্ষা ও সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানের সাথেও যুক্ত ছিলেন। দেশ-বিদেশের বহু পত্রিকায় তাঁর বহু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে এবং সেগুলো বহু খ্যাতি অর্জন করেছে। বহু আমেরিকান ও ইংরেজ অধ্যাপক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় শাহ্ ফজলুর রহমানের আগ্রহ, অধ্যাবসায়, চিন্তা ও গবেষণা দেখে তাঁর উচ্চ প্রশংসা করেছেন।

তিনি বাংলা ভাষায় অনেক পুস্তক অনুবাদ ও রচনা করেছেন। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বই লেখার মত কঠিন কাজ করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন যে কয়েকজন নিবেদিত প্রাণ, শাহ্ ফজলুর রহমান ছিলেন তাদের অন্যতম। বিজ্ঞানের কঠিন বিষয়গুলো তিনি সহজ ও সুন্দর করে বাংলায় প্রকাশ করেছেন। বাংলা ভাষায় তাঁর রচিত বিজ্ঞান গ্রন্থের সংখ্যা অনেক। শিক্ষার সকল স্তরের উপযোগী গ্রন্থই তিনি রচনা করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ক্লাসের পাঠোপযোগী বই "বিদ্যুৎ ও চুম্বক বিজ্ঞান" মাধ্যমিক শ্রেণীর পদার্থ বিজ্ঞানের পাঠ্য বই "গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে" প্রভৃতি তাঁর প্রকাশিত বইগুলোর অন্যতম। তাছাড়া "মহাশূন্যে অভিযান" গ্রন্থ লেখার জন্য তিনি ইউনেস্কো কর্তৃক প্রদত্ত আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর রচিত বিজ্ঞানের বইগুলো আমাদের জন্য অমূল্য সম্পদ। পার্কার সিরিজের প্রায় ডজনখানেক বই তিনি অনুবাদ করেছেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে সেকালের জীবজন্তু, একালের জীবজন্তু, মেঘ ও বৃষ্টি, তাপ, বিদ্যুৎ, শব্দ, চুম্বক ইত্যাদি। সায়েন্স ইন ইসলাম এণ্ড বেসিক এডুকেশন ইন পাকিস্তান— শীর্ষক একটি ইংরেজী বইও তিনি পাকিস্তান আমলে লিখেছিলেন। তাঁর লেখা বেশ কিছু প্রবন্ধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ও পাকিস্তানসহ দেশ-বিদেশের কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ছিল— রেডিও, টেলিভিশন, ট্রান্সমিউটেশন অব ম্যাটার, এটমিক কনস্টিটিউশন অব ম্যাটার, সোর্স অব এনার্জি, ইউটিলিটি অব সায়েন্টিফিক ডিসকোভারিস ইত্যাদি। তাঁর রচিত বিজ্ঞানের বইগুলো আমাদের জন্য অমূল্য সম্পদ। জনাব আবদুল হক খন্দকার আরও দুঃখ করে বলেছেন, একজন উচ্চমানের বিজ্ঞান লেখক হিসেবেও শাহ্ ফজলুর রহমানের যথার্থ মূল্যায়ন করা হয়নি।

শাহ্ ফজলুর রহমানের স্মৃতিচারণ করতে যেয়ে জনাব আবদুল হক খন্দকার সাহেব আরও বলেছেন, তাঁর তথ্যবহুল ও মহামূল্যবান বই "মহাশূন্যে অভিযান"-এর উল্লেখ করেছেন বিশেষ গুরুত্ব সহকারে। এছাড়া আরও বহু বই তিনি লিখেছেন। বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্যে তিনি বহু প্রবন্ধ লিখেছেন— যেগুলো বিজ্ঞান সাহিত্যে নিঃসন্দেহে বিশিষ্টতার দাবী রাখে। এগুলো সংকলিত করে প্রকাশ করতে পারত বাংলা একাডেমী। কিন্তু তা হয়নি। "মহাশূন্যে অভিযান"-এর মত এমন সময়োপযোগী, এমন আকর্ষণীয় তথ্যে ভরা বই যদি তিনি বাংলায় না লিখে ইংরেজী তে লিখতেন আর তা প্রকাশিত হত ইংল্যান্ড কিংবা আমেরিকায় তবে কেবলমাত্র এই বইটির সূত্রেই তিনি হয়ত লাখপতি হতে পারতেন।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চায় সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে অনেক বহু পরে ১৯৮৬ সালে বাংলা একাডেমীর সম্মানসূচক ফেলোশীপ প্রদান করা হয়। এই ফেলোশীপ সনদে একাডেমীর মহাপরিচালক বলেনঃ

"আপনি দেশের বরেণ্য ও প্রবীন বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষাবিদ। আপনি আপনার জ্ঞান সাধনার দ্বারা আমাদের বিজ্ঞান শিক্ষার পথকে প্রশস্ত করেছেন। বাংলায় বিজ্ঞান চর্চা করে আপনি মাতৃভাষা—প্রেমের আদর্শ স্থাপন করেছেন। ভাষা হিসেবে বাংলার সাধ্য প্রমাণ করেছেন। আপনাকে বাংলা একাডেমীর ফেলোশীপ প্রদান করতে পেরে আমরা আনন্দিত।"

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা ছিল শাহ্ ফজলুর রহমানের আজীবন সাধনা। বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে তিনি এক অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। প্রায় ১২ বছর কাল বাংলাদেশের প্রথম বিজ্ঞান পত্রিকা "বিজ্ঞান বিচিত্রা" সম্পাদনা করেছেন। তিনি বিজ্ঞানের উপকরণসমূহ দেশজ সম্পদ দ্বারা তৈরী করে প্রথম ব্যবহারের কথা চিন্তা করেন এবং বাংলাদেশে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সহজলভ্য করা ও নির্মাণ করার জন্য "ঢাকা সায়েন্টিফিক ওয়ার্কস" নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা এবং বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার জন্য তিনি সারাটি জীবন কাজ করে আসছেন।

তাঁর প্রতিটি কাজে দেশ প্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের ছাপ ছিল। এ বিষয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ না করে পারছি না। ঘটনাটি এইঃ ১৯৪৫ সাল। তখনও দেশ ভাগ হয়নি। শাহ্ ফজলুর রহমান তখন আমেরিকার সিকাগো শহরে। বেশ ঠাণ্ডা বাইরে। ওভারকোটটা গায়ে ভালভাবে জড়িয়ে রাস্তার ধারেই ছোট একটা কফি হাউসে ঢুকে পড়লেন তিনি। একটা মেয়ে পাক করছিল। গরম এক কাপ ধূমায়িত কফি দিয়ে গেল মেয়েটি। ঠিক সে সময়ে হ্যাট পরা এক যুবক প্রবেশ করল। চেহারায় বেশ উগ্রতার ছাপ। শাহ ফজলুর রহমানের টেবিলেই বসে পড়ল। "তুমি কে হে?" প্রশ্নটা ছুঁড়ে মারল তাঁর দিকে। স্পষ্ট জবাব এল— "আমি ইণ্ডিয়ান"। তাচ্ছিল্যভরা কণ্ঠে বলে উঠলো ছেলেটি, "ও ইণ্ডিয়ান! সবতো কুলি।" নিজের দেশ ও জাতি সম্বন্ধে এমন উক্তি তাঁর সহ্য হলো না। টেবিলের চারপাশে তখন একজন, দু'জন করে বেশ ভিড় জমে উঠছিলো। একটা কিছু ঘটার উল্লাসে চারপাশের ভিড় ক্রমেই বাড়ছিল। ১৯৪৫ সনের শিকাগো শহর ছিল বাজে এবং উগ্র প্রকৃতির লোকের সাংখ্যাধিক্য। একে বিদেশী তার উপর একদম একা। ক্ষণিকের জন্য মাত্র ভীত হয়েও মুহূর্তে তিনি দৃঢ় সংকল্প করে ফেললেন। "যায় যাবে প্রাণ, তবুও দেবনা যেতে নিজের ও দেশের মান।" শাহ ফজলুর রহমান বেশ জোরে এবং দৃঢ় স্বরেই বলা শুরু করলেন— "আজ তোমরা যাদের কুলি বলছ, তারা একসময়ে সৌর্যে-বীর্যে, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে অনেক উন্নত ছিল। শুধু তাই নয়, সেই দেশ ছিল ফুলে-ফলে, ধন ও ধান্যে পরিপূর্ণ। এতই সমৃদ্ধশালী ছিল যে, বার বার স্পেন, পর্তুগীজ, ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা দ্বারা লুণ্ঠিত হবার পরও যেন এর অফুরন্ত ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার শেষ হয় না। তাই তোমরা ধীরে ধীরে এদেশে প্রভুত্ব কায়েম করে বসলে। শত বছর ধরে শোষণ করে ওদের হাতে তুলে দিলে ভিক্ষার ঝুলি। এখন তোমরা উপহাস করছ। অথচ ভারতের স্বর্ণযুগে এই তোমরাই এখন নিজ দেশে মাঠে-ঘাটে, বনে-বাদাড়ে অর্ধ-উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছ। সভ্যতার স্বর্ণকাঠি তখনও তোমাদের হাতে এসে পৌঁছায় নাই।"

শাহ ফজলুর রহমানের এতোগুলো কথার পর আশ্চর্য! কেউ কোন কথা বল্ল না, কোন জবাবও দিতে পারল না। যে ছেলেটি উপহাস করছিল সে তখনই নতমুখে চুপ করে বসে আছে। মেয়েটি তখন এক কাপ কফি নিয়ে এসে ছেলেটিকে দিতে দিতে বলল, "কেমন? হোল তো।" ছেলেটি আস্তে করে উঠে চলে গেল মুখে কিছু না দিয়েই।

শাহ ফজলুর রহমান আদর্শ চরিত্রের লোক ছিল। তিনি মিষ্টভাষী ও অমায়িক চরিত্রের লোক ছিলেন। তাঁর সাথে যিনি মেশার সুযোগ লাভ করেছেন, তিনিই তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছেন। তিনি নিরহঙ্কার, সদালাপী ও বন্ধুবৎসল ছিলেন। তাঁর দানে বিজ্ঞান, সাহিত্যের বিভিন্ন দিক বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। এই দেশপ্রেমিক বৈজ্ঞানিক বহুদিন রোগ ভোগের পর ১৯৮৯ সালের ৭ই এপ্রিল ১লা রমজান ১৪০৯ হিজরী শুক্রবার সন্ধ্যায় ৭৩ বছর বয়সে ২৭, হাটখোলা রোডস্থ স্বীয় বাসভবনে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।